ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)
৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

তারিখঃ ২৮ চৈত্র ১৪২৯
১১ এপ্রিল ২০২৩

প্রশাসনিক পরিপত্র নং- ২৭/২০২৩

কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের ৬২৪তম সভায় 'আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২২' অনুমোদিত হয়েছে। পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত 'আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২২' কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সকলের অবগতির জন্য এতৎসঙ্গে জারি করা হলো।

(বিভাস সাহা)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিবি।
২. উপ-মহাব্যবস্থাপক/সিস্টেম ম্যানেজার, আইসিবি।
৩. মহাব্যবস্থাপক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আইসিবি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ।
৮. আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯. আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়ন, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০. অফিস কপি।

অনুলিপি (কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামিং ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয়: আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

পটভূমিঃ

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট **BRPD/DFIM** সার্কুলার পরিপালন করছে। আইসিবি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলেও সার্বিক ঋণ আদায় ও ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার আবেদন বিবেচনায় নিয়ে অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সংশ্লিষ্ট **BRPD/DFIM** সার্কুলারসমূহ অনুসরণ করে ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিপালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত মাস্টার সার্কুলার (বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫, তারিখ ২৩.০৯.২০১২) এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ২৯.০৫.২০১৩ এর আলোকে আইসিবি পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত **"আইসিবি প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলিকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২১"** প্রণয়নের মাধ্যমে আইসিবি কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬, তারিখ ১৮.০৭.২০২২ ও সংশোধিত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩, তারিখ ০৩.০৮.২০২২ এবং ০৪.০৯.২০২২ তারিখে ডিএফআইএম মাস্টার সার্কুলার নং-১০ জারী হওয়ায় আইসিবি কর্তৃক প্রণীতব্য নীতিমালায় উক্ত সার্কুলারসমূহের কিছু ধারা, উপধারা সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার (বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬, তারিখ ১৮.০৭.২০২২, সংশোধিত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩, তারিখ ০৩.০৮.২০২২ এবং ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০, তারিখ ০৪.০৯.২০২২) এর আলোকে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬, তারিখ ১৮.০৭.২০২২ এবং সংশোধিত বিআরপিডি সার্কুলার নং-৩৩, তারিখ ০৩.০৮.২০২২ এর মাধ্যমে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫, তারিখ ২৩.০৯.২০১২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬, তারিখ ২৯.০৫.২০১৩ এর নির্দেশনাবলী রহিতপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার জারী করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব, বহির্বিশ্বে সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উদ্ভূত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং নতুনভাবে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও শ্রেণিকৃত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত নতুন এ নীতিমালা জারী করেছে। এ নীতিমালা ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠনের ন্যূনতম মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং এ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালায় অন্যান্যর মধ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনাটি উল্লেখ্যঃ

> "এ নীতিমালা ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠনের ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকসমূহ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করবে যা তাদের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রণীতব্য নীতিমালায় এ সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাদির চেয়ে নমনীয় কোন শর্ত যুক্ত করা যাবে না। যে সকল গ্রাহক আর্থিকভাবে দুরবস্থায় রয়েছে অথবা গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে যাতে নিয়মমাফিক পুনঃতফসিলিকরণ বা পুনঃপুনঃ পুনঃতফসিল পরিহার করা যায় সে লক্ষ্যে নীতিমালাটিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষ করে, নীতিমালাটিতে অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা উৎপাদনশীল খাতের অলাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ থাকতে হবে।"

চলমান পাতা-০২

Investment Corporation of Bangladesh ★ ICB, Head Office, Dhaka ★ Secretary Department

এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০, তারিখ ০৪.০৯.২০২২ এর মাধ্যমে ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০/২০১৫, সার্কুলার নং-১৪/২০১৫, সার্কুলার নং-০৪/২০২০, সার্কুলার নং-০৯/২০২১ এবং সার্কুলার লেটার নং-১৩/২০২২ এর নির্দেশনাবলী রহিতপূর্বক ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার জারী করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব, বহির্বিশ্বে যুদ্ধাবস্থাসহ নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বিরূপভাবে প্রভাবিত হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। এরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকের ঋণ পরিশোধ সহজীকরণের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত ডাউন পেমেন্ট ও মেয়াদ যৌক্তিক করে বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ এ নীতিমালা জারি করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টসমূহ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিআরপিডি/ডিএফআইএম সার্কুলারসমূহের আলোকে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.০। শিরোনামঃ

এ নীতিমালা **"আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা - ২০২২"** নামে অভিহিত হবে।

২.০। প্রযোজ্যতাঃ

এ নীতিমালা কর্পোরেশন কর্তৃক সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম, লিজিং এর মাধ্যমে অর্থায়িত প্রকল্প পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে বন্ড (Bond)-এর ক্ষেত্রে ট্রাস্ট ডিডের শর্তের আলোকে ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৩.০। সংজ্ঞাঃ

৩.১) **"বোর্ড"** অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড।

৩.২) **"কোম্পানি"** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ (ঘ) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানি এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন বাংলাদেশে নিগমিত বা বিধিবদ্ধ কোন সংস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.৩) **"ঋণ"** অর্থ অগ্রিম, ধার বা অন্য যে কোন আর্থিক আনুকূল্য বা সুযোগ-সুবিধা বা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন।

৩.৪) **"অগ্রিম"** অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঋণ।

৩.৫) **"বিনিয়োগ"** অর্থ ইক্যুইটি, প্রেফারেন্স শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ এবং অন্য কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ।

৩.৬) **"ডিবেঞ্চার"** অর্থে ডিবেঞ্চারসমূহ ইস্যুর ক্ষেত্রে কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টকও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

চলমান পাতা-০৩

Investment Corporation of Bangladesh
Secretary's Department
ICB, Head Office, Dhaka

৩.৭) **"শেয়ার"** অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত অথবা বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত যে কোন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধিত শেয়ার।

৩.৮) **"বন্ড"** অর্থ সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত যে কোন ধরণের বন্ড।

৩.৯) **"অর্থায়ন"** অর্থ আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

৩.১০) **"সিকিউরিটিজ"** অর্থে-

(ক) Securities Act, 1920 (X of 1920) এ সংজ্ঞায়িত কোন সরকারি সিকিউরিটি।

(খ) কোম্পানির সম্পদের উপর লিয়েন অথবা অধিকার (Charge) সৃষ্টিকারী কোন উপাদান। এবং

(গ) কোম্পানির ঋণ অথবা ঋণগ্রস্ততা আরোপকারী কোন উপাদান যার উপর কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে অথবা যার উপর কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত যুগ্মভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং যার মধ্যে কোন স্টক, বিনিয়োগযোগ্য শেয়ার, স্ক্রীপ, নোট, ঋণপত্র, ঋণপত্র স্টক, বন্ড, বিনিয়োগ চুক্তি, ডেরিভেটিভ, কমোডিটি ফিউচারস কন্ট্রাক্ট, অপশন্স কন্ট্রাক্ট, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড এবং পূর্ব প্রাতিষ্ঠানিক সনদ অথবা এতদ্সংক্রান্ত প্রদত্ত চাঁদা এবং সাধারণভাবে কোন দাবী অথবা উপাদান, যা সাধারণভাবে সিকিউরিটি হিসাবে পরিচিত; এবং কোন জমার সনদ, দাবীর সনদ অথবা অংশগ্রহণ, অস্থায়ী অথবা অন্তর্বর্তী সনদ, গ্রহণের দলিল, অথবা কোন ওয়ারেন্ট অথবা চাঁদা প্রদানের অধিকার অথবা উপর্যুক্ত কোন উপাদানের ক্রয় অন্তর্ভুক্ত হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মুদ্রা বা নোট, খসড়া, বিনিময়যোগ্য বিল বা ব্যাংক কর্তৃক গৃহীতব্য বা কোন নোট যার পরিপক্কতা (maturity) বা নবায়নের মেয়াদ অতিরিক্ত সময় ব্যতিরেকে, বারো মাসের অধিক নয়, উহা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.১১) **"ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা"** অর্থ আইসিবি হতে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প স্থাপন/বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উদ্যোক্তা/পরিচালক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডার অত্র সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৩.১২) **"বিআরপিডি (BRPD)"** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক এর Banking Regulation and Policy Department.

৩.১৩) **"ডিএফআইএম (DFIM)"** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক এর Department of Financial Institutions and Markets.

৩.১৪) **"পুনঃতফসিলিকরণ"** অর্থ নতুন পরিশোধসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে কোম্পানির অনিয়মিত ঋণ হিসাবকে নিয়মিতকরণ।

৩.১৫) **"পুনর্গঠন"** অর্থ নতুন পরিশোধসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে কোম্পানির নিয়মিত ঋণ হিসাব এর কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিতকরণ।

চলমান পাতা-০৪

Investment Corporation of Bangladesh Secretary's Department ICB, Head Office, Dhaka

৩.১৬) **"মেয়াদ বৃদ্ধি"** অর্থ নতুন পরিশোধসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে কোম্পানির নিয়মিত ঋণ হিসাব এর কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিতকরণ।

৪.০। আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনায় পরিপালনীয় বিষয়সমূহঃ

৪.১) শুধুমাত্র Non-Performing (Sub-Standard, Doubtful এবং Bad/Loss) ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে।

৪.২) পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব শ্রেণিকৃত হওয়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

৪.৩) ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক তহবিল অন্যত্র স্থানান্তরের কারণে কিংবা অভ্যাসগতভাবে খেলাপী হলে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনা করা হবে না এবং উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং গৃহীত আইনগত পদক্ষেপ আরও জোরদার করতে হবে।

৪.৪) ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট বা অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্টসহ ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন করতে হবে। চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট বা অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্ট নগদায়নের ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৫) উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে নিয়মিত কিস্তি হিসেবে প্রদত্ত কোন অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে পুনঃতফসিলিকরণের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতা কর্তৃক আইসিবি'কে আগাম অবহিতকরণপূর্বক এর অব্যবহিত ৩ (তিন) মাস তথা ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সময়ে জমাকৃত একীভূত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যাবে।

৪.৬) অন্যান্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতার দায়-দেনার অবস্থান (যদি থাকে) বিবেচনায় নিয়ে উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতার প্রস্তাবিত পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই করতে হবে।

৪.৭) ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ সর্বশেষ আর্থিক বিবরণী অর্থাৎ তারল্য বিবরণী (Cash Flow Statement), আয়-ব্যয় বিবরণী (Income Statement), স্থিতিপত্র (Balance Sheet) ও অন্যান্য বিবরণী পর্যালোচনা করতে হবে।

৪.৮) ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের পূর্বে আইসিবি'র সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট-এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা পুনঃতফসিলিতব্য দায়-দেনা পরিশোধে সক্ষম হবে কি-না তা যাচাই করতে হবে।

৪.৯) কর্পোরেশনের ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটি পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়ে লিখিত সুপারিশ প্রদান করবে। সুপারিশে কর্পোরেশনের তারল্য অবস্থা, দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জন এবং মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণসহ সার্বিক স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে।

৪.১০) উপর্যুক্ত নিয়মাচারসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বাস্তবসম্মত/যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হলে পুনঃতফসিলিকরণের প্রস্তাব কর্পোরেশনের ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপন করতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হলে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ চূড়ান্ত করা হবে।

চলমান পাতা-০৫

Investment Corporation of Bangladesh * Secretary's Department * ICB, Head Office, Dhaka

৫.০। আইসিবি অর্থায়িত প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ও মেয়াদ এবং ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টঃ

৫.১) পুনঃতফসিলিকরণের সর্বোচ্চ সংখ্যাঃ

শ্রেণিকৃত ঋণ হিসাবকে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিল করা যাবে। তবে, ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে শিল্প/ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করা যাবে। ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করার পরও ঋণ আদায় না হলে পাওনা আদায়ে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। পুনঃতফসিলকৃত ঋণ অন্য কোন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টেক-ওভার করা হলে টেক-ওভারকৃত ঐ ঋণে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের পুনঃতফসিলিকরণ ক্রম প্রযোজ্য হবে।

৫.২) পুনঃতফসিলিকরণের সর্বোচ্চ মেয়াদঃ

৫.২.১) ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ সময়সীমা নিম্নরূপে নির্ধারিত হবেঃ

পুনঃতফসিলের দফা/বার	পুনঃতফসিলের মেয়াদ
প্রথম দফা/বার	পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ বছর বা ৭২ মাস।
দ্বিতীয় দফা/বার	পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ বছর বা ৬০ মাস।
তৃতীয় দফা/বার	পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ বছর বা ৬০ মাস।
চতুর্থ দফা/বার	পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ বছর বা ৬০ মাস।

শর্ত থাকে যে, ঋণের পরিমাণ বিবেচনায় আইসিবি-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রেস পিরিয়ড ০৬ (ছয়) মাস হবে। তবে, গ্রাহকের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় উক্ত গ্রেস পিরিয়ডের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর নির্ধারণ করা যাবে। উপর্যুক্ত সময়সীমা পুনঃতফসিলের তারিখ (ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলের নিমিত্ত কোম্পানি বরাবর পত্র ইস্যুর তারিখ হতে) হতে কার্যকর হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ০৬ মাস থেকে ০১ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধসূচি প্রণীত হবে।

৫.২.২) পুনঃতফসিলের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল সকল উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে প্রযোজ্য হবে না। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতার ক্ষতির পরিমাণকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে পুনঃতফসিলের মেয়াদকাল নির্ধারণ করতে হবে। মেয়াদকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটি এবং পরিচালনা বোর্ড সভায় উপস্থাপিত স্মারকে এবং সভার কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ থাকতে হবে।

৫.২.৩) পুনঃতফসিলকৃত পাওনা মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সমকিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে।

৫.২.৪) পুনঃতফসিলকৃত পরিশোধসূচি অনুযায়ী কোম্পানি পরপর ৬টি মাসিক/২টি ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।

চলমান পাতা-০৬

Investment Corporation of Bangladesh ★ Secretary's Department ★ ICB, Head Office, Dhaka

(৫.৩) **পুনঃতফসিলিকরণে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টঃ**

(৫.৩.১) ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট এর হার হবে নিম্নরূপঃ

পুনঃতফসিলের দফা/বার	পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট
প্রথম দফা/বার	মোট বকেয়ার ৪% অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৭%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম।
দ্বিতীয় দফা/বার	মোট বকেয়ার ৫% অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৮%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম।
তৃতীয় দফা/বার	মোট বকেয়ার ৬% অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৯%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম।
চতুর্থ দফা/বার	মোট বকেয়ার ৬% অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৯%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম।

(৫.৩.২) সকল উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট আদায়ের শর্ত আরোপ না করে ঋণগ্রহীতার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ বিবেচনায় নিয়ে ডাউন পেমেন্ট এর হার নির্ধারণ করতে হবে।

(৫.৩.৩) ঋণ আদায়ের স্বার্থে কেস টু কেস মেরিট বিবেচনায় ন্যূনতম/প্রযোজ্য ডাউন পেমেন্টের চেয়ে কম ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করেও ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে। তবে এ জাতীয় প্রতিটি কেস ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৬.০। ৪র্থ বার ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের সময়সীমাঃ

শ্রেণিকৃত কোন ঋণ/বিনিয়োগ (বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬, তারিখ ১৮.০৭.২০২২ জারির পূর্বে) ৪ (চার) বা ততোধিক বার পুনঃতফসিলকৃত হলে বিশেষ বিবেচনায় ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবটি সর্বশেষ একবার পুনঃতফসিল করা যাবে, যা ৪র্থ বার হিসেবে গণ্য হবে। এ সুযোগ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৭.০। ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ অনুমোদনঃ

৭.১) ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত কেস নিষ্পত্তি করতে হবে।

৭.২) ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম এক স্তর উপরের পর্যায় থেকে অনুমোদিত হতে হবে। পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়টি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়কে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবহিত করতে হবে।

তবে, আইসিবি পরিচালনা বোর্ডে কোন ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদন করা হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ আইসিবি পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কর্পোরেশনের ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত আবেদন নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবেঃ

চলমান পাতা-০৭

Investment Corporation of Bangladesh
Secretary's Department
ICB, Head Office, Dhaka

ব্যবসার ধরণ/প্রকৃতি	প্রকল্পে ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম, কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ।	পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সকল কোম্পানি/প্রকল্প।	পরিচালনা বোর্ড	এ নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে
সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম, কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে পুনঃতফসিলিকরণ।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ও বিতরণকৃত কোম্পানি/প্রকল্প।	পরিচালনা বোর্ড	এ নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে
সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম, কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ।	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক (সংশ্লিষ্ট) কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ও বিতরণকৃত কোম্পানি/প্রকল্প।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এ নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে

৮.০। <u>পুনঃতফসিলকৃত ঋণের শ্রেণিমান, সংস্থান ও স্থগিত সুদ সম্পর্কিত নির্দেশনাঃ</u>

৮.১) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫গগ এর বিধানমতে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ পুনরায় খেলাপি হওয়ার পূর্বে ধারা ২৭কক(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ-কে 'খেলাপি ঋণ' এবং গ্রাহককে 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও কর্পোরেশন নিজস্ব বিবেচনায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ-কে যে কোন বিরূপ শ্রেণিমান বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারবে।

৮.২) পুনঃতফসিল উত্তর যে কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনদল কর্তৃক পরিদর্শনকালে পুনঃতফসিলিকরণের সকল শর্ত পরিপালিত হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শ্রেণিকরণ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৮.৩) পুনঃতফসিলিকরণ পরবর্তীতে আসল এবং সুদ মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সমকিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। ছয়টি মাসিক অথবা দুইটি ত্রৈমাসিক কিস্তি অনাদায়ী হলে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ সরাসরি মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে।

৮.৪) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংস্থান সংরক্ষিত না হয়ে থাকলে পুনঃতফসিল পূর্ববর্তী শ্রেণিমানের উপর ভিত্তি করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৫) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত সুদ হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং পুনঃতফসিল পরবর্তী আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। উপরন্তু, মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রভিশন কর্পোরেশনের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

চলমান পাতা-০৮

Investment Corporation of Bangladesh Secretary's Department ICB, Head Office, Dhaka

৯.০। নিয়মিত ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠন (Restructuring) এর ক্ষেত্রে পরিপালনীয় শর্তাদিঃ

নিম্নবর্ণিত শর্ত এবং বিধি-নিষেধ পরিপালন সাপেক্ষে নিয়মিত ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠন (Restructuring) করা যেতে পারেঃ

৯.১) ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবটি অবশ্যই নিয়মিত হতে হবে (Unclassified: Standard or SMA)।

৯.২) পুনঃতফসিলকৃত কোন ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না।

৯.৩) কোন প্রকার ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠন করা যাবে।

৯.৪) নিয়মিত (অশ্রেণিকৃতঃ স্ট্যান্ডার্ড বা এসএমএ) মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ এর বিদ্যমান অবশিষ্ট মেয়াদের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে ঋণ পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। তবে সার্বিক বিবেচনায় কর্পোরেশনের জন্য লাভজনক বিবেচিত হলে, কেস টু কেস মেরিট বিবেচনায় পরিচালনা বোর্ড মেয়াদ বৃদ্ধির সীমা বাড়াতে পারবে।

৯.৫) ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠনকালে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যাবে। উপর্যুক্ত সময়সীমা পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধির তারিখ (ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্ত কোম্পানি বরাবর পত্র ইস্যুর তারিখ হতে) হতে কার্যকর হবে এবং ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধসূচি প্রণীত হবে।

৯.৬) পুনর্গঠনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর শর্তানুযায়ী ন্যূনতম ৬ (ছয়) টি মাসিক/২ (দুই) টি ত্রৈমাসিক কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ আদায় না হলে পুনর্বার ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠন করা যাবে না।

৯.৭) পুনর্গঠনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ সমান মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে।

৯.৮) কোন ঋণ/বিনিয়োগ ৩ (তিন) বারের অধিক পুনর্গঠন হয়ে থাকলে এ নীতিমালা জারির পর সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবকে বিশেষ বিবেচনায় আরো একবার পুনর্গঠন করা যাবে, যা ৪র্থ দফা পুনর্গঠন বলে বিবেচিত হবে।.

৯.৯) ৪র্থ বার পুনর্গঠন করার পরও ঋণ আদায় না হলে মন্দমানে শ্রেণিকৃত করে ঋণ আদায়ে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.১০) পুনর্গঠনকৃত/মেয়াদ বৃদ্ধিকৃত ঋণের অনাদায়ী কিস্তি ৬টি মাসিক কিস্তি অথবা ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তির সমান হলে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবটি মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকরণপূর্বক সিএল বিবরণী ও ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে রিপোর্ট করতে হবে।

৯.১১) ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধির প্রতিটি আবেদন কর্পোরেশনের ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

চলমান পাতা-০৯

Investment Corporation of Bangladesh
Secretary's Department
ICB, Head Office, Dhaka

১০.০। ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠনের অনুমোদনঃ

১০.১) কর্পোরেশনের ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কেস নিষ্পত্তি করতে হবে।

১০.২) ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম এক স্তর উপরের পর্যায় থেকে অনুমোদিত হতে হবে। পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়কে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবহিত করতে হবে। তবে, আইসিবি পরিচালনা বোর্ডে কোন ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদন করা হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আইসিবি পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কর্পোরেশনের ঋণ/বিনিয়োগ পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত আবেদন নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবেঃ

ব্যবসার ধরণ/প্রকৃতি	প্রকল্পে ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম, কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি।	পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সকল কোম্পানি /প্রকল্প।	পরিচালনা বোর্ড	এ নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে
সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম, কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ও বিতরণকৃত কোম্পানি/প্রকল্প।	পরিচালনা বোর্ড	এ নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে
সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম, কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি।	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক (সংশ্লিষ্ট) কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ও বিতরণকৃত কোম্পানি/প্রকল্প।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এ নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে

১১.০। কর্পোরেশনের ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটি গঠনঃ

কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন নির্বাহীদের সমন্বয়ে ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটি গঠিত হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

চলমান পাতা-১০

Investment Corporation of Bangladesh
Secretary's Department
ICB, Head Office, Dhaka

১২.০। পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠনকৃত প্রকল্পের রিপোর্ট প্রেরণঃ

ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এমন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রেরণ করতে হবেঃ

১২.১. এ জাতীয় পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB)-এ রিপোর্ট করতে হবে।

১২.২. CIB-এ রিপোর্ট করার সময়, ঋণ/বিনিয়োগ প্রথমবার পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে RS-1, দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে RS-2, তৃতীয়বারের পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RS-3 এবং চতুর্থবারের ক্ষেত্রে RS-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

১২.৩. সুদ মওকুফের মাধ্যমে পুনঃতফসিলের সুবিধা গ্রহণ করা হলে, প্রতিবেদনের প্রথম বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RSIW-1, দ্বিতীয়বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RSIW-2, তৃতীয় বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RSIW-3 এবং চতুর্থবার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RSIW-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

১২.৪. পুনঃতফসিল এর ক্রম সংখ্যা মঞ্জুরীপত্রে এবং সিএল ফর্মে মঞ্জুরীর তারিখ/সর্বশেষ নবায়ন/পুনঃতফসিলকরণ কলামে RS-1/RS-2/RS-3/ RS-4 বা RSIW-1/RSIW-2/RSIW-3/ RSIW-4 হিসেবে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১২.৫. পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবরণী আকারে (সংযোজনী- 'ক' মোতাবেক) প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দাখিল করতে হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদিসহ হালনাগাদ বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের চাহিদা মোতাবেক উপস্থাপন করতে হবে।

১৩.০। ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিপালনীয় বিষয়াদিঃ

১৩.১. কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকল্পস্থল সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।

১৩.২. পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ প্রাপ্ত তথ্যাবলী সম্বলিত স্মারক কর্পোরেশনের ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

১৩.৩. ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশ সম্বলিত স্মারক কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক, আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণপত্র অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

১৩.৪. পুনঃতফসিলকৃত বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিভিশন প্রধান মাসিক ভিত্তিতে আদায় অগ্রগতি নিয়ে ডিপার্টমেন্ট প্রধান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৩.৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের অবস্থান ও গৃহীত ব্যবস্থাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করবেন।

চলমান পাতা-১১

Investment Corporation of Bangladesh
Secretary's Department
ICB, Head Office, Dhaka

১৩.৬. ঋণ/বিনিয়োগ তামাদি হওয়ার আশংকা থাকলে পুনঃতফসিলের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে হবে।

১৩.৭. ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলের যৌক্তিকতার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিবেচনায় প্রচলিত নিয়মে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪.০। ঋণ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিপালনীয় নির্দেশাবলীঃ

১৪.১) ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় এ জাতীয় ঋণ/বিনিয়োগসমূহকে একত্রিত করে একক ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে না। তবে কোন কোম্পানির একই প্রকৃতির একাধিক ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবকে (*পুনঃতফসিলের ক্রম একই হওয়া সাপেক্ষে*) একত্রিত করে একক ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে।

১৪.২) ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত যে কোন আবেদন বিধি-বিধান মেনে প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে কর্পোরেশনের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন/অনাপত্তির কোন আবশ্যকতা নেই।

১৪.৩) ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের পরও কোন ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপি হলে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আবশ্যিকভাবে অর্থ ঋণ আদালত, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, সালিশি, দেউলিয়া আদালত কিংবা অনুরূপ অন্য কোন আদালতে মামলা দায়েরসহ যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৪) ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব চতুর্থ দফা/বার পুনঃতফসিলিকরণের পরও ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিনি স্বভাবজাত ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপী হিসেবে গণ্য হবেন। এ বিবেচনায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব সম্মিলিতভাবে ৪ (চার) বারের বেশি পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না। সর্বমোট ৪ (চার) বার পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধি করার পরও ঋণ/বিনিয়োগ আদায় না হলে পাওনা আদায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ সংস্থান সংরক্ষণ করবে।

১৪.৫) ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপিতব্য নোটসহ পরিচালনা বোর্ড/ঋণ আদায় অগ্রগতি সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক এবং সভার কার্যপত্রে সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, গ্রাহকের আর্থিক সামর্থ্য, সুবিধা প্রদানের পর ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য প্রবাহের প্রক্ষেপণ প্রভৃতি বিষয়াদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

১৫.০। বিশেষ প্রেক্ষাপটে জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনঃ

এ নীতিমালায় উল্লেখ না থাকলেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বাস্তবতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে পরিচালনা বোর্ডের অবগতি ও অনুমোদনক্রমে পরিপালন করা যাবে।

চলমান পাতা-১২

Investment Corporation of Bangladesh
Secretary's Department
ICB, Head Office, Dhaka

১৬.০। বিবিধঃ

১৬ .১. এ নীতিমালা কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও পূর্বে সম্পাদিত কাজ যথাযথ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাস্তবায়ন পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১৬.২. এ নীতিমালা সংশোধন,সংযোজন, রহিতকরণ একমাত্র পরিচালনা বোর্ডের কর্তৃত্বে ও অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন হবে।

১৭.০। রহিতকরণঃ

এ নীতিমালা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে "আইসিবি প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলিকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২১" রহিত হবে।

Investment Corporation of Bangladesh ★ Secretary's Department ICB, Head Office, Dhaka ★

সংযোজনী-'ক'

ব্যাংকের নামঃ

------------------ তারিখ ভিত্তিক তথ্য

(ক) ব্যাংকের মোট পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠিত ঋণ/বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাদি

(কোটি টাকায়)

মোট ঋণ	মোট পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনঃতফিলকৃত ঋণের পরিমাণ	মোট পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

(খ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ১০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ এবং চলমান ও তলবী ঋণের ক্ষেত্রে ৫০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ)

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের TIN[1] এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে BIN[2]	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মোট শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ	পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মঞ্জুরীকালীন ঋণের প্রকৃতি (চলমান, তলবী, মেয়াদী ইত্যাদি)	কত তম পুনঃতফসিল (১ম,২য়,৩য় ইত্যাদি)	ডাউন পেমেন্ট হিসেবে প্রদানকৃত অর্থ		মন্তব্য
								পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১										
২										

[1]TIN - Tax Identification Number, [2]BIN - Business Identification Number

(গ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (১০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ ঋণ)

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের Tax Identification Number (TIN)	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	বিদ্যমান ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	পুনর্গঠিত ঋণ স্থিতির পরিমাণ	পুনর্গঠিত ঋণের মেয়াদকাল	ডাউন পেমেন্ট হিসেবে প্রদানকৃত অর্থ (যদি থাকে)		মন্তব্য
							পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১									
২									

স্বাক্ষর
(নাম ও পদবি)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি:
অফিস ফোন নং:
মোবাইল ফোন নং:
ই-মেইল:

Investment Corporation of Bangladesh Secretary's Department ICB, Head Office, Dhaka